সু • ই • জা • র • ল্যা • ন্ড

শিক্ষা গবেষণায় সুইজারল্যান্ড

প্রতিটি পিএইচডি ছাত্র ডিপার্টমেন্ট বা ইনস্টিটিউট ভেদে ৫ থেকে ৮ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক পেয়ে থাকে

লিখেছেন মোঃ আশরাফুজ্জামান

ছোট্ট একটি দেশ যার আয়তন বাংলাদেশের তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। এখানে জুতা সেলাই করা থেকে শুরু করে যে কোনো নিম্ন এবং উচ্চ মানসম্পন্ন কাজ কোনোটাই একেবারে অশিক্ষিত লোক দিয়ে করানো হয় না। এখানকার প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রতিটি পেশায় কোনো না কোনো ডিপ্লোমা অবশ্যই থাকতে হয়, হোক সেটা কোনো শর্ট কোর্স বা লং কোর্সের ডিপ্লোমা। এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা একটু ভিন্ন রকম। আমাদের দেশের শিশুদের প্লে গ্রুপ থেকে মা-বাবা, ভাই বোন এবং গৃহশিক্ষকদের যে প্রাণান্তকর ছোটাছুটি দেখা যায় তা এখানে লক্ষ্য করা যায় না। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলে একটি শিশুকে একেবারে কোনো শিক্ষা ছাড়াই পেতে চান শিক্ষকরা। আর তারা ছাত্র-ছাত্রীদের যা কিছু শেখান তা স্কুল সময়েই সীমাবদ্ধ। সুইজারল্যান্ডের রাস্তার নিয়মিত একটি দৃশ্য হচ্ছে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ২০-২৫ জন্য ক্ষুদে শিক্ষার্থীকে নিয়ে ব্যস্ত রাস্তা পার হচ্ছেন। এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবার সবারই মনোবিজ্ঞানে ট্রেনিং আছে। এভাবে মোটামুটি দশম শ্রেণী পর্যন্ত চলে সাধারণ শিক্ষা। এরপর শুরু হয় স্পেশালাইজেশন। যে যে দিকে ভালো মনে করে সে সেদিকে যায়। কেউ ৬ মাস বা এক-দুই বছরের ডিপ্লোমা নিয়ে কাজ শুরু করে, কেউ আবার নার্সিং-এর মত ৩/৪ বছরের লম্বা ডিপ্লোমা নেয়। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায় তাদের ঢুকতে হয় দু'বছরের জিমনেসিয়ামে। যেখানে তারা প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা নিয়ে থাকে। এই জিমনেসিয়াম শিক্ষার পর যারা ক্লান্ত হয়ে যায় না তারা প্রায় সবাই উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় গমনেচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী খুব বেশি নয়, কারণ সহজে এখানে চাকরি পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য সুইজারলান্ডে আছে দশটি উচ্চমানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, দু'টি বিশ্বসেরা পলিটেকনিক কলেজ আর প্রায় ১৫-২২টা অত্যন্ত আধুনিক ইনস্টিটিউশন। এছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি অসংখ্য ইন্ডাস্ট্রি জড়িত যারা বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে বিপুল অর্থ সরবরাহ করে থাকে। এখানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মূলত দু'টি ধাপে শেষ হয়। প্রথম ধাপ যে কোনো বিষয়ে সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছর পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পায় একটা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট যা ব্রিটিশ বা আমেরিকান পদ্ধতিতে মাস্টার্সের সমতুল্য। এরপর অতি উৎসাহী মেধাবীরা যায় ডকটরাল গবেষণায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যয়বহুল হলেও ইউকে, ইউএস-এর মত নয়। একজন ছাত্রকে বার্ষিক এক হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক আর বিদেশী ছাত্রের জন্য ১৫০০ সুইস ফ্রাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হয়। তবে ডকটরাল লেবেল গবেষণা খুব আকষর্ণীয়। কারণ প্রতিটি পিএইচডি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিপার্টমেন্ট ভেদে তিন থেকে পাঁচ হাজার এমনকি কোনো কোনো ইনস্টিটিউটে আট হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত বেতন পেয়ে থাকে। আর প্রতিটি গবেষণা ছাত্রের জন্যই বরাদ্দ এই ফান্ড। এখানকার গবেষণা যেমন আধুনিক তেমনি প্রয়োগযোগ্য।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রায় তিরিশ বছর কাটান সুইজারল্যান্ডে। এখানেই তিনি তার সফল বিশ্বখ্যাত থিওরি সম্পাদন করেন। এছাড়াও এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানী স্রোয়েডার, অ্যালেক্স মুলার, জিঙ্কজারন্যাগেলসহ অনেক নোবেল লরেট।

টো • কি • ও

তিনি একজন

নাগাসিমার অবসর গ্রহণে সারা জাপানে নেমে আসে শোকের ছায়া

শিগেও নাগাসিমা সান। সারা জাপানে তার পরিচয় মিস্টার জায়ান্টস বলে। ৩৩ নং জার্সি পরিহিত নাগাসিমা ৪৩ বছর ধরে জাপানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে একটি শ্রদ্ধেয় নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম জনপ্রিয় ব্যক্তি জাপানে আর কেউ নেই। তাকে বলা হয় The Most Visible Icon of Japan. তার অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিলে সারা জাপানে শোকের ছায়া নেমে আসে। টোকিও ডোমের সত্তর হাজার দর্শক চোখের জলে তাকে বিদায় দেন। অবসব গ্রহণের সময় নাগাসিমা সান বলেন, আমি মনে করি এটাই আমার অবসর নেয়ার সঠিক সময়। নতুনরা

কোচ শিগেও নাগাসিমা

এগিয়ে আসুক। বিনয়ী নাগাসিমা বলেন, জাপানে বেসবলে আমি একজন সামান্য কর্মী। বেসবলের সব প্রাপ্তির পেছনে অনুরাগী দর্শক। নাগাসিমা সান বহু বছর জায়ান্টস-এর ম্যানজারের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি নিজেও ১৭ বছর খেলোয়াড় জীবন কাটিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে। ৩ বছর আগেই তিনি তাত স্যু মে করি হারাকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয়া সত্ত্বেও কোচের দায়িত্ব নাগাসিমাকে বহন করতে হয় দীর্ঘদিন। বর্তমানে হারাই তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। মি. হারা এক সময় বেসবলের সুপার স্টার ছিলেন। শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী হারা বলেন, আমার শিক্ষক নাগাসিমা সানের আমি একজন সামান্য ছাত্র। তার পরামর্শ পেলে আমি নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারবো। ব্যক্তিজীবনে নাগাসিমা খুবই সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। জাপানে তার আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয়ের পরও তার নিরহঙ্কার জীবনযাপন তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। আবসর নিলেও নাগাসিমা সান Giants-এর অনারারি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

Arifur Rahaman Masud Boby
arif.db.bocomo.ne.jp

নি • উ • ই • য় • র্ক

স্বর্গের প্রপাত নায়াগ্রা

ব্যস্ত জীবন, মাপা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়

ছুটি'৯৯র শেষদিকে আমেরিকায় সপরিবারে আসার পর প্রায় ২ মাস জামাই আদরে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে বেড়াতে কখন যে কাজে ঢুকলাম ঠিক মনে নেই। ব্যস্ত জীবন। প্রতিদিন মাপা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। ঘুমাতে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগামীকালের কর্মব্যস্ত দিন। ঠিক এমনি সময় শ্যালিকার নায়াগ্রা জলপ্রপাত হয়ে কানাডা ঘুরে আসার আমন্ত্রণে মনটা পালাই পালাই করে উঠল।

নিত্যদিনের ঈদের শহর নিউইয়র্ক হয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখা এবং টরন্টোয় ২-১ দিন বেড়িয়ে ম্যারিল্যান্ডে ফেরা, ৭ দিনের ভ্রমণে প্রায় ৯ দিন ছুটির প্রয়োজন। হাতে মাত্র সময় দেড় সপ্তাহ। দুরু দুরু বুক নিয়ে অফিসে ছুটি চাইতেই মঞ্জুর, যেন জল না চাইতে বৃষ্টি।

নায়াগ্রা ফলস্, ওপারে কানাডা

ইন্টারনেট থেকে ড্রাইভিং ডিরেকশন নিয়ে যাত্রা শুরু, ড্রাইভিং বিশ্রাম– এভাবে রাত প্রায় ১২টায় কানাডা ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে আবার ৮০ মাইল বেগে টরন্টো অভিমুখে গাড়ি ছুটলো। সব দিকে আলোর বন্যা, তার সাথে রাতের টরন্টোর চমৎকার দৃশ্য। পৌঁছে গেলাম আত্মীয়ার বাড়ি। ১৯ তলা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রায় দৌড়ে নেমে স্বপ্নার স্বামী জিলু আলিঙ্গন করলো। আনন্দ হাসি উচ্ছ্বাসে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়ে শূন্যে নেমে এসেছে ততক্ষণে। তারা যে সকাল থেকে আমাদের জন্য পরিশ্রম করছে খাবার মেন্যু দেখে তা বুঝতে পারলাম। সবজি চিংড়ি, ডাল, মাংস, শরষে ইলিশ, রুই, মুরগি, আম, লিচু ইত্যাদি ইত্যাদি। পরের দিন এপাশ ওপাশ করতে করতে সকাল প্রায় ১০টা। জিলুর নেতৃত্বে বেরিয়ে পড়লাম। লেক বেষ্টিত টরন্টোর ভয়ঙ্কর সুন্দর স্থানগুলোর অন্যতম হলো Center island, প্রবেশ মুখে পর্যটকদের যে ভিড় ছিল তা রীতিমত ভীতিপদ। উত্তর আমেরিকায় ১৭ মাস অবস্থানে পর্যটন এলাকায় ভ্রমণ পাগল মানুষের এত ভিড় আর কখনো দেখিনি। চমৎকার আবহাওয়ায় দৌড়াদৌড়ি, গল্প করা, কৃত্রিম ঝর্নায় স্নান, ছবি তোলা, ওয়াটার ট্যাক্সিতে চড়ে লেক ভ্রমণ– কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না। বাসায় ফেরার তাগিদে ধীর পায়ে বিরাট মিছিলের মতো লম্বা লইনের পেছনে পেছনে আবার ফেরি ডক্সে ওঠা। এ সময় কানাডায় সূর্যাস্ত দেখতে হলে রাত নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অনেকে বলে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত। অবস্থানগত দিক দিয়ে কানাডার অংশ থেকেই নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সবটুকু দেখা যায় বলেই এখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি। বিরাট ট্রাফিক জ্যামে পড়ে যখন নায়াগ্রা পৌঁছলাম তখন সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছে। পিঁপড়ার লাইনের মতো অসংখ্য মানুষ হাঁটছে। নীলাভ জলরাশি সাদা হয়ে কত দ্রুত গতিতে শত শত ফুট নিচে শো শো শব্দ হয়ে পড়ে পানির মধ্যে যে কুন্ডলী হয় মনে হয় মাথায় ফেনার মুকুট নিয়ে ধেয়ে আসে জল দানব। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অতি উৎসাহীরা রেইনকোট পরে, বৃষ্টি ও তীব্র স্রোতের মধ্যে বড় লঞ্চে চড়ে ফুঁসতে থাকা পানির কুন্ডলীর দিকে এগুচ্ছে, কেউ হেলি-কপ্টারে চড়ে, কেউ উঁচু টাওয়ারে চড়ে, কেউ সুউচ্চ ভবনাদি হতে, কেউ শত শত ফুট নিচে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পানির কুন্ডলীর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। বড় বড় পার্কিং লট, সুপরিসর রাস্তা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা, হোটেল, মোটেল, গিফ্টশপ, মল, কারেন্সি একচেঞ্জ সেন্টার, বিনোদন পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, টাওয়ার, সিনেমা, থিয়েটার, নায়াগ্রা লেক ইত্যাদির বিশাল আয়োজন আছে। বিশেষ করে রাতের নায়াগ্রাকে আরো আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তোলার জন্য ফায়ার ওয়ার্কস-এর পাশাপাশি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ওপর রং-বেরং-এর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। টরন্টোর পথ চলতেই নতুন নতুন দৃশ্য, সুউচ্চ ভাবনাদি। টরন্টোর টেলিভিশন কিছুক্ষণ পরপরই Heat alest emergency ঘোষণা দিচ্ছে– ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এবং বৃদ্ধবৃদ্ধারা যেন ঘরের বাইরে না যায়। প্রচন্ড গরমে গাড়ির এসিতে কাজ হচ্ছে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে মন্ট্রিলের উদ্দেশে যাত্রা বন্ধ করে টরন্টোর আশপাশেই ভ্রমণ সীমিত রাখতে হলো।

নাজিরুল্লাহ্,
2707 Kirk wood Plc, Apt # 101,
Hyattsville, Md-20782

টো • কি • ও

আ রে ক টি হা ম লা

জাতিসংঘের অফিসে হামলা হবে না তারই বা গ্যারান্টি কি

১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের সন্ত্রাসী হামলায় অনেক লোক মারা গেছে। সারা বিশ্ববাসীর সাথে আমারাও এই হামলার নিন্দা করি। এতে শুধু আমেরিকাবাসী নয়। বিভিন্ন দেশের লোক মারা গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ হামলার যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়াই তড়িঘড়ি করে বিন লাদেনকে দায়ী করে। এবং তাকে হত্যা বা ধরার জন্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সামরিক হামলার বিশেষভাবে নিন্দা করি। কারণ এতে সত্যিকার অপরাধীর চেয়ে সাধারণ লোক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জাতিসংঘ অফিসে হামলা হবে না আমেরিকা এর কোনো গ্যারান্টি দিতে পারে না। বিন-লাদেনও স্পষ্ট করে বলেনি তারা সেখানে আক্রমণ করবে না। সুতরাং কোনোরকম অবহেলা না করে অতিসত্বর জাতিসংঘের সদর দপ্তর ইউরোপে স্থানান্তরিত করা উচিত। কারণ আমেরিকার CIA, FBI তদন্তে তেমন কিছুই করতে পারেনি। ভবিষ্যতে যে কতদূর কি করতে পারবে তাই দেখার বিষয়।

Wazed Ali, Kita-ku, Akabane Minami, 1-16-1-703, Tokyo-115-0044, Japan

টো • কি • ও

অ্যাকুরিয়াম ওয়ার্ল্ড

গভীর সমুদ্রের পরিবেশও তৈরি করা হয়েছে এখানে

উন্নত বিশ্বে পয়সা খরচ করলে বিনোদনের অভাব নেই। শুধু অভাব সময়ের। আমরা কয়েকজন আত্মীয় আছি এই টোকিও শহরে। সবাই ব্যস্ত। প্রস্তুতি নিলাম পালাক্রমে টোকিও শহরেকে ঘুরে দেখবো। আমার বাসার দুই স্টেশন পরে মাছের অ্যাকুরিয়াম আছে নাম সিনাগাওয়া অ্যাকুরিয়াম। আমি কাজ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ছুটি নিয়ে ছেলের স্কুলে নিজে গিয়ে 'টিচারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এলাম। অ্যাকুরিয়ামের ফ্রি সার্ভিস বাসে চড়ে সেখানে পৌঁছলাম। ঘুরে বেড়ানোর জন্যে খুবই চমৎকার পরিবেশ। বড়রা ১১০০ ইয়েন এবং ছোটরা ৯০০ ইয়েন দামে টিকেট ক্রয় করে অ্যাকুরিয়ামে প্রবেশ করলাম। প্রথমে সাজানো হয়েছে The River of Flowing into Tokyo BAY. দুই ধারের ওয়ালকে পুরো কাচ দিয়ে অ্যাকুরিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি মাছের ছবি এবং নাম দেয়া আছে। মাছের জীবন প্রণালীতেও প্রকারভেদ আছে। কোনো কোনো মাছ সমুদ্রের ওপরে থাকে, কোনো মাছ সমুদ্রের নিচে থাকে, কিছু মাছ আলোতে ঘুমায়, অন্ধকারে সে তার চলাচল শুরু করে। নাম না জানা বিচিত্র রঙয়ের সব মাছ। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আর্ট গ্যালারিতে চলে এলাম। এখানে আপনি ইচ্ছে করলে পছন্দ মতো ২০০ ইয়েন দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনার পছন্দমতো মাছের শরীর এঁকে মুখটা হবে আপনার।

অ্যাকুরিয়ামের এক অংশে সীল মাছ এবং ডলফিনের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা আছে। ১ ঘন্টা বিরাম নিয়ে পালাক্রমে একবার ডলফিন এবং একবার সীল মাছের খেলা দেখানো হয়। এক সময় অ্যাকুরিয়ামের নিচতলায় এলাম। এই অংশের নাম Sea Bottom Floor. এখানে চারদিকে মাছ– ওপরে ডানে বামে সমুদ্রের মাছ। সর্বশেষ দেখলাম হাঙ্গর এবং পেঙ্গুইন। মনে হলো সত্যিই আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বকে কতো এগিয়ে নিয়েছে। সমুদ্রের তলদেশও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনায়াসেই।

অ্যাকুরিয়াম ওয়ার্ল্ডের প্রবেশপথ

অভ্যন্তরের দর্শণার্থীরা

R.Nilima
Tokyo, Japan

টো • কি • ও

নির্বাচনী উৎসব

১ ও ২ অক্টোবর কুয়েতে অবস্থানরত হাজার হাজার বাংলাদেশীদের জন্য ছিল অঘোষিত ছুটির দিন। কুয়েতের ১ লাখ ৭০ হাজার বাংলাদেশী সেদিন একুশে টিভির সামনে অধীর আগ্রহে নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেছে। এরই মধ্যে চলেছে চা, সিগারেট, পান। চায়ের দোকানিরাও নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করেছে সারারাত দোকান খোলা থাকবে। ২ অক্টোবর জানা গেল, বিএনপিসহ চারদলীয় জোট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে এবং আগামীতে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। নতুন সরকারকে স্বাগত জানাতে চারদিকে শোনা যাচ্ছে সাজসাজ রব। অনেককে বলতে দেখা গেছে– সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয় ও আত্মীয়করণ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশের জনগণ আবারো প্রতিষ্ঠিত করেছে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সরকার। একদিকে বিজয়ের উৎসব, অন্যদিকে সরকারের বিদায়ের বেদনা। গত ২১ অক্টোবর পর্যন্ত হিসেবে বিজয়ের যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তার আংশিক রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ১০টি করে কুয়েতে বিভিন্ন স্থানে মিলাদ মাহাফিল, প্রীতিভোজ, আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে, যা সর্বমোট দাঁড়ায় ২০০টি। অনেক জায়গায় দেখা গেছে গরু বা উট দিয়ে কুয়েত সরকারের অনুমতিক্রমে বিরাট আকারের ভোজ অনুষ্ঠান করতে। এসব অনুষ্ঠানে কুয়েতি নাগরিকসহ গাল্ফ-এর অন্যান্য দেশের নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কুয়েতে অবস্থানরত বিএনপি শ্রমিকদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস পৃথক পৃথক কর্মসূচি পালন করেছে। অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ তাঁর সরকারের সব সদস্যদের। কুয়েতে সর্বস্তরের প্রবাসীরা শুক্রবার এক বিশেষ মুনাজাত করেন যেন বিএনপিসহ চারদলীয় সরকার সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হয়।

এম আবুল কালাম
কুয়েত

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

ই • টা • লি

সমুদ্র সৈকত

জনসংখ্যার ভারে ডুবন্ত প্রায় বাংলাদেশের ছেলেরা কেন ইটালিতে এসেছে তা জানলেও হীনমন্যতার কারণে বলতে পারিনি

প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়টা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা গরমের ছুটি কাটাতে ইটালির সমুদ্র সৈকতে আসে। তিন দিকে 'তিরেন' লিগুর আর আড্রিয়াটিক সাগরবেষ্টিত ইটালির রয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত। কোটি জনতা ভিড় করে থাকে এই সমুদ্র সৈকতে। ঐ সময়টাতে সৈকতবর্তী হোটেল-রেস্টুরেন্ট, বার, ডিস্কো, সিনেমা, সার্কাস, পার্ক সব জায়গাতেই মানুষে ঠাসা থাকে। এ সময়ে সাগরের পানি ঘেঁষে এক ধরনের অবৈধ মেলা বসে। সাধারণত এশিয়া-আফ্রিকা থেকে আসা বৈধ-অবৈধ অধিবাসীরা এই মেলার প্রধান বিক্রেতা। সুচ থেকে শুরু করে রিমোট কন্ট্রোলের উড়োজাহাজ এই মেলায় বিক্রি হয়। সৈকতের বালুর ওপর কাগজ-বোর্ডের কার্টন পেতে বা বালুর ওপর কাপড় বিছিয়ে তার ওপর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা সাজায়। আনুমোদিত বিধায় কখনও কখনও পুলিশ তাড়া করলে ব্যবসায়ীরা মালামাল বেঁধে সমুদ্রের পানিতে নেমে পড়ে। পুলিশ খানিকক্ষণ শুকনো থেকে হম্বিতম্বি করে চলে গেলেই সবাই পানি থেকে উঠে এসে তথৈবচ পসরা সাজায়। মাঝে মাঝেই একজন কর্তৃক আর একজনের ব্যবসায়ের জায়গা দখলজনিত ঝগড়াঝাটি হতে দেখা যায়। বড় ধরনের কিছু ঘটলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং দোষীদের নিজ দেশেও পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আফ্রিকানদের দাপটই বেশি।

এই সৈকতজীবী কৃষ্ণাঙ্গ আর আরবদের আচরণ প্রত্যক্ষ করলেই বোঝা যায় আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা কত মন্থর গতিতে আফ্রিকাতে পৌছাচ্ছে। আড্রিয়াটিক তীরের ইটালির সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত বা 'মার' রিমিনিতে হাজারো বাংলাদেশী তরুণ এই বছর ব্যবসা করেছে। ওপরে সূর্যের প্রখর তাপ আর সৈকতবর্তী তপ্ত বালুতে ঝলসে কালো হয়ে গেছে প্রতিটি লোক। বেশিরভাগই অবৈধ অভিবাসী। প্রচুর পয়সা খরচ করে ইউরোপে এসেছে। অবৈধ অবস্থায় কাজ পাওয়া মুশকিল। তাই এই 'টুরিস্ট' মৌসুমে সৈকতে ব্যবসা করে যদি কিছু রোজগার করা যায় সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ইটালির প্রাক্তন কলোনিসমূহ থেকে আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গরা অনেক আগে থেকেই ইটালিতে এসে বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্মে ঢুকে পড়েছে। তবে একক দেশের অভিবাসী হিসেবে এখানে বাংলাদেশীদের স্থান দ্বিতীয় হবে বলে অনেকেই মনে করেন। এক ইটালিয়ান মহিলা সিনোরা পাওলা আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'সারা ইটালির দিকে তাকালে মনে হয় সাল বাংলাদেশী পুরুষই এখানে চলে এসেছে। এর পেছনে কারণটা কি? ' জনসংখ্যার ভারে ডুবন্ত প্রায় বাংলাদেশের পুরুষরা কেন ইটালিতে এসেছে সে কারণটা আমি জানলেও সিনোরা পাওলাকে বলতে পারিনি কিছুটা হীনন্মন্যতা বোধের কারণেই।

Al-Mamun, VIA-Valcamonica-53, 25123-Brescia, Italy

টো • কি • ও

স হ ক র্মী কু কু র

টোকিওর পাশের জেলা শহর চিবা'র হানামিগাওয়া সিটি অফিসে একজন কমকর্তা হিসেবে যোগদান করেছে ২৯ বছরের আকিহিকো ইয়ামাগুচি। ইয়ামাগুচি একজন প্রতিবন্ধী, তার নিম্নাংশ অবশ। সার্বক্ষণিক সঙ্গী হুইল চেয়ার আর প্রিয় কুকুর 'ওলিভ'। জাপানে এই প্রথম একজনকে 'Service dog' কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে রাখবার অনুমতি দেয়া হলো। ওলিভ প্রতিদিন অফিসে আসছে, ইয়ামাগুচির পাশে থাকছে এবং টুকিটাকি কাজে সাহায্য ও কখনো হুইল চেয়ার টানছে, লিফটের দরজায় অপেক্ষা করছে। ওলিভ ২১ বছরের একটি Female Labrador retriever.

ইয়ামাগুচির সহকর্মী ওলিভ

ইয়াজদান হক ইনান
টোকিও জাপান

নি • উ • ই • য় • র্ক

বেইন অভিষেক ২০০১

গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ২০০১ বৃহত্তর বোস্টনের কেম্ব্রিজ সিটির ম্যাগাজিন স্ট্রিট সংলগ্ন ম্যাথডিস্ট চার্চে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে এডহক কমিটির পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আকরাম হোসেন ভূঁইয়া নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান ও পরিচয় করিয়ে দেন। উল্লেখ্য, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে সভাপতি আবু কামাল আজাদ, সহ-সভানেত্রী মিসেস নাসিম আক্তার জাহান, সাধারণ সম্পাদক শেখ সেলিম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ শফিউল আলম শফি, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আতিকুর রহমান সুজন, সাহিত্য, গণমাধ্যম ও প্রচার সম্পাদক সুহাস বড়ুয়া হাসু প্রমুখ।

নতুন সভাপতি আবু কামাল আজাদ নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র বৃহৎ সংগঠন 'বেইন'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটির সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

হাকিকুল ইসলাম খোকন, 25-52 38th street # 3d, Ny 11103, USA

ই • টা • লি

ইটালির শ্রমবাজার

ইটালি হতে পারে বাংলাদেশের একটি বিশাল শ্রম

শিল্পোন্নত ইটালি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। ইটালির অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় বেসরকারি খাত থেকে। ছোট-বড় বেসরকারি, আধা সরকারি শিল্প-কারখানায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশী শ্রমিক সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশী শ্রমিকদের উপার্জনও মন্দ নয়। শিল্প-কারখানাগুলোতে আরও অনেক শ্রমিক চাহিদা রয়েছে। নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের ব্যাপারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের বিদেশীদের প্রতি আগ্রহ বেশি।

দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমিক তাদের বিশেষ পছন্দের। যদিও ইটালিতে ত্রিশ হাজারের মতো বাংলাদেশীসহ লক্ষাধিক দক্ষিণ এশীয় অবৈধ্য অভিবাসী রয়েছে কিন্তু সরকারি কিছু বিধিনিষেধের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবৈধ অভিবাসীদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কাজে নিতে পারছেন না। অথচ এখানে শ্রমিক দরকার। তাই শ্রমিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিবছর অনেক বিদেশী শ্রমিক স্পনসরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান একজন চৌকস ব্যক্তিত্ব। ইটালির সরকারের সঙ্গে শ্রম চুক্তির ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া ইটালিতে অবস্থিত অবৈধ অভিবাসীদের কাজের বিনিময়ে 'পারমিট অব স্টে'-এর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কার্যকরী কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ ইটালিস্থ বাংলাদেশীদের আজ প্রাণের দাবি। যদিও ইটালির মতো প্রথম শ্রেণীর একটি দেশে শ্রমবাজার সৃষ্টি করা খুবই প্রতিযোগিতামূলক। তারপরেও আমরা মনে করি একঝাঁক অনন্য সাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজটা খুব কঠিন কিছু নয়। ইটালি হতে পারে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো বাংলাদেশে একটি বিশাল শ্রমবাজার। আর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে মাথাপিছু সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার পাঁচগুণেরও বেশি।

কাদের সিদ্দিকী অপু, ইটালি

কু • য়া • লা • লা • ম • পু • র

গুহার নাম বাতু কেভ

রামায়ণ আর মহাভারতের ঘটনাবলী মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিতে

কুয়ালালামপুর এয়ার পোর্টে নেমে এর বিশালত্ব দেখে আমি হতবাক। এয়ারপোর্টের মধ্যেই ছোট ছোট ট্রেন চলে। যাই হোক, কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া ইমিগ্রেশন পার হয়ে এলাম। এখানে আমি এসেছি Petronous -এর সাথে কাজ করার জন্য। আমাদের দেশে যেমন পুলিশ বিশাল ক্ষমতার মালিক তেমনি এদেশে Petronous পার্থক্য আমাদের পুলিশ ক্ষমতা পেয়েছে তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে আর Petronous পেয়েছে কর্মদক্ষতার জন্য। প্রথম তিন দিন পার হয়ে গেল ট্রেনিং নিয়ে। এরপর শনি, রবিবার ছুটি। শনিবার আমি আমার ড্রাইভার গুরপাল সিংকে বললাম দু'একটা দর্শনীয় জায়গা দেখাবার জন্য।

গুরপাল সিং প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল 'থং হো' নামক একটি চাইনিজ বৌদ্ধ মন্দিরে। ধ্যানমগ্ন বিশাল বুদ্ধ বসে আছে মন্দিরের মধ্যে। সপ্তদশ শতকের বিশাল গম্ভীর বুদ্ধ বসে আছে একবিংশ শতকের সৌন্দর্যের মধ্যে। মন্দিরের পূজারির কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সেই সপ্তদশ থেকে এখন পর্যন্ত মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিরবচ্ছিন্ন কাজ চলছে। এরপর গেলাম বাতু কেভ। বাতু কেভ হিন্দু মন্দির। আমার জীবনে দেখা চমৎকার জিনিসগুলোর মধ্যে বাতু কেভ অন্যতম। এটি মূলত একটি প্রাকৃতিক গুহা। পাহাড়ের মধ্যে বিশাল এর আয়তন। গুহার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু দেবীদের মূর্তি নিখুঁতভাবে স্থাপন করা। কোথাও দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের মধ্যে বিচার সভা বসিয়েছে। কোথাও বা মনসা দেবী নৃত্যরত। ডানদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম অর্জুন চলছে যুদ্ধ যাত্রায়, তার রথের সারথি হিসেবে কৃষ্ণ বসে আছে। অবিশ্বাস্য এর সৌন্দর্য। কয়েকশ' সিঁড়ি ভেঙে বাতু কেভ গুহায় ঢুকতে হয়। একটু এগিয়ে হাতের ডানদিকে দেওয়ান কৃষানিয়ান আর্ট গ্যালারি। '৭৩ সালে এর উদ্বোধন হয়। মহাভারত এবং রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা এখানে দেব-দেবীদের মূর্তির মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সত্যিই শিল্পীর কল্পনা কত বিশাল, অসীম।

মনসা দেবীর মূর্তি

রেজওয়ানুল হক শোভন
Shovan13@hotmail.com